

নতুন সাজে সবার মাঝে

ALANKAR



অলঙ্কার

যশোহর রোড • বনগাঁ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

M : 9733901247



দশমীর বিদায় বেলায় রায় বাড়ির দুর্গা প্রতিমা। নিজস্ব চিত্র

কার পাস, না কী ক্ষমতার প্রদর্শন!

সায়ন ঘোষ : 'কার পাস'! বাইকের সামনে লাগানো 'কার পাস'। দিয়েছে পুলিশ। সেই পুলিশেরই প্রশ্ন — 'কার পাস' পেলে কোথায়?

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় বছরের পর বছর দুর্গা পুজোয় বনগাঁর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় জরুরি কাজে ব্যবহারের জন্য 'কার পাস'। যা মূলত একপ্রকার পুলিশি ছাড়; গাড়ি বা বাইক নো এন্ট্রির মধ্যেও চলাচল করতে পারে।

দুর্গা পুজোয় গোটা বিশ্বের মধ্যে কলকাতার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম পুজোর শহর বনগাঁ। বনগাঁয় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শনাথীদের আগমন হয় এই দুর্গাপুজোর সময়ে। পুলিশ প্রশাসনের একান্ত চেষ্টায় বিশেষভাবে নজরদারি করা হয় এই সময়। অত্যন্ত পরিমাণে ভিড় কাটাতে বনগাঁ শহরে সম্পূর্ণ নো এন্ট্রি করা হয়। যা করা হয় বিকেল চারটে থেকে পরের দিন ভোর চারটা পর্যন্ত। কিন্তু সমস্যা একটাই — 'কার পাস'। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই 'কার পাস' দেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত জরুরি কাজে যারা যুক্ত তাদের জন্য। কিন্তু জরুরি কাজে লাগানো 'কার পাস' প্রেমিক-প্রেমিকার ঘোরা ঘুরিতেই চলে যায় এটাই বিষয়ের।

দুর্গা পুজোয় ভিড় এড়াতে পঞ্চমী থেকেই উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় প্রবেশ করার প্রতিটা রাস্তাতেই ছিল 'নো এন্ট্রি'। চলছিল ড্রোন দিয়ে নজরদারি। বনগাঁ পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরীকালীন পরিস্থিতির জন্য কিছু সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়েছিল 'কার পাস'। এবছরের পুজোর 'কার পাস' ইস্যু করেছিলেন বনগাঁ থানার আই.সি. শিবু ঘোষ। যাতে লেখা ছিল, 'এই কার্ডটি প্রতিমা দর্শনের জন্য নহে, শুধু আপৎকালীন বা জরুরি পরিস্থিতির

জন্য।' তবে লাভ হয়নি তাতে, পুলিশ প্রশাসনের তোয়াক্কা না করেই গাড়ির সামনে 'কার পাস' লাগিয়ে বিনা হেলমেটে প্রেমিক-প্রেমিকা নিয়ে ঘুরলেন একদল সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে, এবছর বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার এর কড়া নির্দেশ ছিল, ভিড় থাকলে 'কার পাস' নিয়ে বাইক বা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিলবে না। তার কথা মতো সেই অভিযান ও চালানো হয় প্রশাসন থেকে। ভিড় বাড়ার সাথে সাথে বনগাঁ থানার আই.সি. — কে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই 'কার পাস' ছিঁড়তেও দেখা যায় এবছর।

উল্লেখ্য, এবছর প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি 'কার পাস' দেওয়া হয়েছিল বনগাঁ থানার থেকে। ফলে এবারেও সবকিছুর মাঝেই হাসির খোরাক হল বনগাঁর পুলিশ প্রশাসন।
তৃতীয় পাতায়...

কৃষ্ণ মন্দির, বৌদ্ধমন্দির, থিম, আলোর রোশনাই- এ জমজমাট বনগাঁর দুর্গা পুজো

জয় চক্রবর্তী : আলোয় ভাসল বনগাঁ। থিম পুজোয় উঠে এসেছে হায়দ্রাবাদের কৃষ্ণ মন্দির থেকে শুরু করে বৌদ্ধ মন্দির, ক্ষুধার রাজ্য। কোথাও আবার থিম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে বিনি সুতো, কোথাও বা অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষাপট। পুলিশ প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী বনগাঁ শহরে এবার ৩৮ টি বড় পুজো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছিল। ছিল পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। পঞ্চমীর থেকেই বনগাঁ শহরে ঢোকার রাস্তা গুলিতে ড্রপ গेट করা হয়েছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এবছর চতুর্থীর রাত থেকে বনগাঁ শহরের পুজো দেখতে মানুষের ঢল নেমেছে। এরই মধ্যে অবশ্য ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়নের কারণে বাংলাদেশীদের এবার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যান্য বছরগুলিতে পুজোর সময় বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ বনগাঁ শহরে এসে থাকতেন। রাত জেগে প্রতিমা দর্শন করে আবার ফিরে যেতেন।

বনগাঁর পুজো গুলির মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে প্রতাপগড় স্পোর্টিং ক্লাব। তাঁদের ৭০তম বর্ষে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে হায়দ্রাবাদের কৃষ্ণ মন্দিরের আদলে। আয়রণ গेट স্পোর্টিং ক্লাবের হোয়াইট বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ অন্যান্য তৃতীয় পাতায়...



১১র পল্লী যুবগোষ্ঠীর দেবী দুর্গা, নিবেদন- ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।



ঠাকুরপল্লী ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব এর পূজা মন্ডপ।



ঐক্য সম্মেলনীর নিবেদন- চাইনা হতে উমা।

ব্যাংকের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রতারণিত গ্রাহকদের

সংবাদদাতা : কয়েক মাস আগে বাগদার এসবিআই এর একটি গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের প্রায় দেড়শো গ্রাহকদের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক দম্পতির বিরুদ্ধে। তাদেরকে থেফতার করেছিল বাগদা থানার পুলিশ।

তারপরেও বেশ কয়েক মাস কেটে গেলেও গ্রাহকরা টাকা ফেরত না পেয়ে শুক্রবার ব্যাংকের সামনে বনগাঁ বাগদা রোড রাস্তা অবরোধ করে ক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রাহকেরা। প্রায় ঘন্টাকালেক এই অবরোধ চলে।
তৃতীয় পাতায়...





Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA,
RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI,
LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

সার্বভৌম সমাচার

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বর্ষ ০৯ □ সংখ্যা ২৯ □ ০২ অক্টোবর, ২০২৫ □ বৃহস্পতিবার

শান্তির সাথে আবার এসো, উমা

‘যাও নীলকণ্ঠ, খবর দাও তারে .../ ফিরছে উমা কৈলাসে,/ তাঁরই সংসারে।’ মণ্ডপে মণ্ডপে বিসর্জনের বাদ্যি বাজছে। আপামর বাঙালীর মনে বিষাদের মাঝে এখনও উৎসবের আমেজ। প্রকৃতির ঝুঁকটিকে উপেক্ষা করে বাঙালী মেতেছে তাঁদের প্রাণের উৎসবে; শারদোৎসবে। অকাল বোধনের উমা এখানে পূজিত হন কন্যারূপে। তাইতো বছরের এই সময়ে সকল বাঙালী তাঁদের প্রাণের উমাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। চারিদিকে আলোর রোশনাই; কানফাটা শব্দযন্ত্রের তাণ্ডব! ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁদের সাধ্যমত সেজেছে নতুন পোষাকে; বাড়িতে বাড়িতে তৈরী করেছে নিজেদের পছন্দের প্রিয় পদগুলি। বিছিন্ন কিছু ঘঘটনার মধ্যে বেশি নজর কেড়েছে বনগাঁ মহকুমার বাগদা থানা অঞ্চলের একটি ঘটনা। সমগ্র বাঙালী সমাজ যেখানে চিন্ময়ী মায়ের মূময়ী রূপের আরাধনায় মেতেছে, সেখানে নিজের জন্মদাত্রী মা-বাবাকে পূজোর আনন্দের মাঝেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে গুণধর ছেলে! বড়ই মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক। অমানবিকতার চরম নিদর্শন! প্রশাসনের সহযোগিতায় শেষমেশ বাড়ি ফিরেছে বৃদ্ধ দম্পতি। বিদায় বেলায় জগজ্জননীর কাছে একটাই প্রার্থনা— পৃথিবীতে শান্তি বর্ষণ কর, মা। মানব মনে সুবুদ্ধির উদয় হোক।

সবার উপরে মানুষ সত্য :
প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

আমরা ICESCR - এর বিভিন্ন ধারা গুলি নিয়ে আলোচনা করছি। গত পর্বে Part III ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বে Part IV- এ যে ধারাগুলি (১৬ - ২৫) আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)-এর চতুর্থ অংশ (Part IV), যা ১০টি ধারা নিয়ে গঠিত, মূলত চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারগুলির উপর আন্তর্জাতিক তদারকি (monitoring) ব্যবস্থার বিষয়ে আলোকপাত করে। এই অংশটি অধিকারগুলির আইনি সংজ্ঞা দেওয়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রগুলির বাধ্যবাধকতা, তদারকির প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা নির্ধারণ করে।

ধারা ১৬ : রাষ্ট্রের দায়িত্ব রিপোর্ট প্রদান (Obligation to Submit Reports)

চুক্তির ১৬ নম্বর ধারায় প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষকে চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারগুলির বাস্তবায়নের জন্য তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেগুলির অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, তা উল্লেখ করে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ (State Party) স্বীকার করে যে, তারা নিয়মিতভাবে এই চুক্তির অধিকার বাস্তবায়নের জন্য নেওয়া পদক্ষেপ এবং অগ্রগতির তথ্য রিপোর্ট আকারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council - ECOSOC)-এর কাছে জমা দেবে। রিপোর্টে আইনি পদক্ষেপ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নীতিমালা, সুনির্দিষ্ট সাফল্য বা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে।

ধারা ১৭ : রিপোর্টের ধরণ ও সময়সীমা (Procedure and Schedule for Reports)

ECOSOC এই প্রতিবেদনগুলি দাখিলের সময়সূচী নির্ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। চলবে...

ভ্রমণ :



অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

রাজকীয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সুন্দর সুন্দর জলভূমি বেষ্টিত ভূ-ভাগই হলো ভারতের অন্যতম রাজ্য কেরালা। কেরল শব্দটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রথম কেতালপুতোতে(চেরাস) মগধের সম্রাট অশোকের শিলা লিপিতে লিখিত হয়েছে। অশোকের সময়ে দক্ষিণ ভারতে চার স্বাধীন রাজ্য এক ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেরল ছাড়া বাকি তিনটি রাজ্য হচ্ছে চোল সাম্রাজ্য, পাণ্ডু রাজবংশ এবং এথিয়ামন। ছেররা বড় বড় সব ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগর বন্দর তথা পূর্বের সমুদ্র বন্দর দিয়ে আরব সাগর জুড়ে বাণিজ্য

ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য কেরালা

[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]

সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কেরালাকে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে। ১৪৯৮ সালে, ভাস্কো দা গামা কেরালায় একটি সমুদ্র পথ স্থাপন করেন এবং পর্তুগিজরা জনবসতি গড়ে তোলেন। এটি কেরলের আধুনিক যুগের সূত্রপাত।

১৩ই ডিসেম্বর ২০১৬, করমন্ডল এক্সপ্রেসে (নাম্বার ১২৮৪১) হাওড়া থেকে বেলা ২:৫০ মিনিটে চেন্নাই যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৬ ট্রেন ৫.২০ মিনিটে চেন্নাই পৌঁছায়। ওই দিনই আবার রাত ৮.৪৫ মিনিট আমরা অ্যালেক্সি এক্সপ্রেসে উঠি (নাম্বার- ২২৬৩৯) এর্নাকুলম যাবার জন্য। এই ট্রেনটি বেশ ভিড় ছিল। কালো পোশাকের একদল লোক শিবের পূজো দিয়ে ওই ট্রেনে ফিরছিল। ওদের সঙ্গে কথা বলে অনেক কথা জানা গেল। আমাদের এখানে তারকেশ্বর মন্দিরের মতো

ওরাও বাবার মাথায় জল ঢালতে গেছিল। ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল ৮টা ২৫শে আমরা এর্নাকুলাম জংশনে পৌঁছাই। স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হোটেল এস এম রেসিডেন্সিতে উঠলাম। এটি নেটিপ্লাদাম, কচি- ৬৮২০১৬। কোচির আর একটা নাম হলো কোচিন। ভারতের কেরালা রাজ্যের একটি প্রধান বন্দর শহর। এর অবস্থান এর্নাকুলাম জেলায়। কচি কেরালা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। শহরটি আরব সাগরের তীরে গড়ে উঠেছে।

আমরা বিকেল চারটে নাগাদ লঞ্চ করে আরব সাগরে ঘুরে বেড়াবার জন্য গেলাম। লাইফ জ্যাকেট পরে সবাই উঠে পড়লাম। লঞ্চ ভাড়া জনপ্রতি ১৫০ টাকা। ঘন্টা দুয়েক নৌকা বিহার করলাম, কোচিন বা কচি বন্দর শহরে। শহরটি একটি সরু ভূ-খণ্ডের উত্তর

চলবে...

উপন্যাস

গত সপ্তাহের পর...

অহংকারী মানুষের মতো পায়ের উপরে আর একটা পা তুলে নাচাচ্ছি। শুনেছি মানুষের ছটা রিপু আছে। তার মধ্যে গত রাতে আমি একটা রিপু জয় করতে পেরেছি। সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে পা নাচাচ্ছি। এই অহংকারী রিপুটাকে আমি কিভাবে দমন করব সেই চিন্তাও মনের মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এই আবহে মিতার জন্য মনের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব হচ্ছিল। ওখান থেকে উঠে আবার ঘরে আসলাম। আমি খাটের উপরে জানলা খুলে নামিনি। জানলা খুললে মিতার ঘুম ভেঙ্গে যাবে এই চিন্তায়। এখন দরজা খুলেই দেখলাম, বকবাকে রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। মিতা বিছানা গুছিয়ে রাখছে। খাটের উপরটা গোছানো হয়ে গিয়েছে। এত পরিষ্কার ভাবে গোছানো, বিছানার চাদরের উপরে একটা ভাজও নেই। আছে শুধু চকচকে রোদের উজ্জ্বলতা। এই উজ্জ্বলতার মধ্যে বিন্দুমাত্র কালিমার চিহ্ন নেই। গত রাতে কিছু অঘটন ঘটলেও এই বিছানার চাদর আমলিন থাকত না। আমাদের মনের সাথে সাথে

বেঙ্গালুরু উবাচ ১



পীযুষ হালদার

আশপাশের সবকিছুই মলিন হয়ে যেতো।

পেছনে দাঁড়িয়ে মিতার এই ঘর গোছানোর কাজ লক্ষ্য করছিলাম। মিতা খুব চালাক মেয়ে। ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছে। পিছন ফিরে আমাকে দেখে বলল, "বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন, ভিতরে এসো।" ও বুঝতে পেরেছিল, আমাদের চলাফেরা স্বাভাবিক না থাকলে, দিদি জামাইবাবু সকলেই সন্দেহ করবে। সে কারণে ঘুম থেকে উঠে স্বাভাবিক আচরণ করছে। গত রাতের ঘটনা যেন মনে দাগ ফেলতে পারেনি। সবটাই ওর মন থেকে উধাও।

আমি আর চুপ থাকি কেন! একটু হেসে বললাম, "দেখে ভালো লাগছে। ঘর মানুষের আপনার জায়গা। এই

আপন জায়গা পরিপাটি অবস্থায় দেখলে মনে দোলা লাগে। বাইরে বেষ্টির উপরে বসেছিলাম। আশপাশে কী সুন্দর পরিবেশ! ঘরে এসে মনটা আরও ভালো হয়ে গেল। দেবমন্দিরে প্রবেশ করলে মনের মধ্যে যে অনুভূতি হয়, এই ঘরে ঢুকে আমার সেরকম অনুভূতি হচ্ছে।"

মিতা হাসতে হাসতে জবাব দিল, "আর কাব্য করতে হবে না। ঘর গোছানো হচ্ছে মেয়েদের কাজ। সে কারণেই আমি গুছিয়েছি। আহামরি কাজ না।"

আমি বললাম, "আমার দাদু বলে, যে পরিপাটি করে ঘর সাজাতে পারে, সে নিজের জীবনকেও ভালো করে সাজিয়ে নিতে পারবে। তুমিও দেখবে বড় হয়ে নিজের জীবনকে এইভাবে গুছিয়ে নিতে পারবে। চলো, এবার বাইরে বেঞ্চে বসে বাইরের গোছানো পৃথিবীটাকে দেখি।

বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, "চলো, বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসি। কিছু কথা বলি।"

কী এমন কথা বলবে! কথা তো

চলবে...

দুস্থ পড়ুয়াদের বস্ত্র প্রদান গোবরডাঙ্গার বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরের

সংবাদদাতা : বিগত বছরগুলির মতো এবারও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়ার প্রাক্কালে গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরের পড়ুয়ারা এবারও সহপাঠী দুস্থদের হাতে নতুন পোষাক তুলে দিল। গত ২৬ সেপ্টেম্বর এদেশে নবজাগরণের দূত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে বিদ্যালয় আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বস্ত্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বাণী রায় চৌধুরী জানান, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের আর্থিক স্বচ্ছল অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে নতুন পোষাক জমা দেন। দুস্থ এবং পিছিয়ে পড়া সমাজের অভিভাবক যারা তাদের সন্তানদের পূজোর সময়

নতুন জামা প্যান্ট কিনে দিতে পারেন না, সেই সমস্ত সহপাঠী শিক্ষার্থীদের হাতে পড়ুয়ারাই নতুন পোষাক তুলে দেন।



প্রধান শিক্ষিকা বাণীদেবী জানান, ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর শারদোৎসবের প্রাক্কালে দুস্থ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোষাক বিতরণ করা হচ্ছে। পড়ুয়া

এবং তাঁদের অভিভাবকগণ নিজেরাই তাদের পছন্দমতো পোষাক বেছে নিতে পারেন। এ বছর শ'খানেক পড়ুয়াদের হাতে নতুন জামা প্যান্ট তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রী-ছাত্রী নয়, এলেকার দুস্থ পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও নতুন এই পোষাক বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকা ও আগত অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে মানবিক এই কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে। এই মহতী কর্মসূচীর মাধ্যমে পড়ুয়াদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানুষকে সেবা করার মানসিকতা গড়ে উঠবে বলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন মন্তব্য করেন এবং এই কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।

চাঁদপাড়া সিএসসিটি'র পূজোয় সবাই এক জোট



নীরেশ ভৌমিক : চাঁদপাড়া ব্লক উন্নয়ন কার্যালয় পার্শ্বস্থ চাঁদপাড়া সিডিউল কাস্ট

এণ্ড ট্রাইবস (CSCT) সংগঠন আয়োজিত দুর্গোৎসব এবারও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এবারও এক কাঠামোর দেবীমূর্তি সকলের নজর কাড়ে। সংস্থার সদস্য গ্রামবাসী ভক্তজন পূজোয় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় সমবেত মানুষজন অংশগ্রহণ করেন। পূজোর অন্যতম আকর্ষণ পূজোর কয়েকদিন পাড়ায় সকলের একটাই রান্নাঘর। পূজো প্রান্তনে সদস্যগণের সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল নজর কাড়ার মতো। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে পূজো ও অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।



বনগাঁ থানার ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন।

শারদ উৎসবের মাঝেই অমানবিক আচরণ গুণধর ছেলের

রাহুল দেবনাথ : নবমীর রাতে এক অমানবিক ও সমাজের লজ্জাজনক ছবি ধরা পড়ল। নিজের মা-বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিল ছেলে। একদিকে আলোর রোশনাই, মন্ডপে মন্ডপে উপচে পড়ছে ভিড়। আপামর বাঙালি মেতেছে শারদ উৎসবে। আর তার মাঝে জন্মদাত্রী মা ও জন্মদাতা বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিল গুণধর ছেলে। এমনই করণ দৃশ্য চোখে পড়ল সিন্দ্রানি বাজারে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা চোখে জল নিয়ে পূজা মণ্ডপ থেকে একটু দূরে এক কোণে বসে ছিলেন। চোখে পড়লো এক পুলিশ কর্মীর। জিজ্ঞাসা করতেই বৃদ্ধা দম্পতি জানানেন, ছেলে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। একথা বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওই দম্পতি।

জানা যায়, ওই বৃদ্ধা দম্পতির বাড়ি

বাগদা থানার বাকসা গ্রামে। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর তারা অটো করে হেলপথ এবং সেখান থেকে বাস ধরে সিন্দ্রানিতে পৌঁছায়। সিন্দ্রানি বাজারে একটি দোকানের সামনে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের বসে থাকতে দেখে ডিউটিরত বাগদা থানার অফিসারেরা ওই দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনা জানতে পারেন। বৃদ্ধ দম্পতির নাম বাদল হালদার ও সন্ধ্যা হালদার। জানা যায়, বৃদ্ধ দম্পতির ওই গুণধর ছেলের নাম ভোলা হালদার। পরে বাগদা থানার পুলিশ ওই দম্পতিকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়।

এমন ঘটনার পর রীতিমতো নিন্দার ঝড় উঠেছে এলাকায়। মা বাবার প্রতি ছেলের এমন অমানবিক আচরণকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রতিফলন হিসেবেই মনে করছেন সকলে।

মানবিকতার নজির, বিএসএফ-বিজিবির উদ্যোগে মৃত বাবাকে শেষবার দেখলেন মেয়ে

রাহুল দেবনাথ : মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত গড়ল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভারতবাংলাদেশ সীমান্তে এমন এক আবেগঘন দৃশ্যের সাক্ষী রইল দুই দেশের মানুষ। বাগদা সীমান্তের মুস্তাফাপুর ফাঁড়িতে বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী) এবং বিজিবি (বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী)-র বিশেষ সহযোগিতায় এক বাংলাদেশি তরুণী শেষবারের মতো দেখতে পেলেন তাঁর মৃত বাবাকে।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার বাঁশঘাটা গ্রামের বাসিন্দা জুব্বার মণ্ডলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুসংবাদ পৌঁছায় তাঁর মেয়ে মিঠু মণ্ডলের কাছে। মিঠু বর্তমানে বাংলাদেশের যশোর জেলার বেনাপোলের বাসিন্দা বাবলু মণ্ডলের স্ত্রী। বাবার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, অন্তত একবার বাবাকে শেষবারের মতো দেখতে চান।

এই আবেগঘন অনুরোধ পৌঁছে যায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর কাছে। বিষয়টি জানানো হলে ৬৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তাঁরা দ্রুত যোগাযোগ করেন

বিজিবি-র সঙ্গে। দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিশেষ উদ্যোগেই তৈরি হয় এক অভূতপূর্ব মানবিক মঞ্চ।

মুস্তাফাপুর সীমান্তের জিরো লাইনে আয়োজন করা হয় এই পুনর্মিলনের। সেখানে উপস্থিত হয় দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন। সীমান্তরক্ষীদের নজরদারির মধ্যে দিয়ে কাঁটাতারের ওপার থেকে বাবার মৃতদেহ দেখে আবেগে ভেঙে পড়েন মিঠু মণ্ডল। এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী রইল দুই দেশের মানুষ, যেখানে কাঁটাতারের বেড়াও মানবিকতার আবেগকে আটকে রাখতে পারল না।

পরিবারের পক্ষ থেকে বিএসএফ এবং বিজিবির এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের মতে, সীমান্ত পাহারার পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এক অসাধারণ উদাহরণ স্থাপন করল।

মানবিকতার দায়িত্ব পালনে বিএসএফ এবং বিজিবির এই যৌথ পদক্ষেপ আবারও প্রমাণ করল কাঁটাতারের বেড়া দুই দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা আলাদা করলেও মানুষের হৃদয়ের টান আলাদা করা যায় না।

শারদ সন্মান : গাইগাটার সেরা ঠাকুরনগরের জাগ্রত সংঘ

নীরেশ ভৌমিক : বিগত বছরের মতো এবারও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও গাইঘাটা ব্লক ও থানা প্রশাসন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অনুমোদিত পুজোগুলির মধ্যে সেরা পুজোগুলোকে শারদ সন্মান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ব্লকের বিডিও এবং



সমিতির শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষের ব্যবস্থাপনায় গঠিত বিচারক মণ্ডলী পূজা পরিক্রমায় অংশগ্রহন করেন।

বিচারকগণের বিচারে এবারের সেরার সেরা পুজোর খেতাব জয় করে ঠাকুরনগরের ষষ্ঠীতলা জাগ্রত সংঘ পুজো কমিটি। সেরা প্রতিমার সন্মান লাভ করে সুটিয়া অঞ্চলের পাঁচপোতা স্বামী বিবেকানন্দ সংঘ, দ্বিতীয় জলেশ্বর অঞ্চলের নারিকেলা গ্রামবাসীগণের প্রতিমা, তৃতীয় স্থান লাভ করে রামপুরের উজ্জ্বল সংঘ ও ঠাকুরনগরের শিবাজী সংঘ পুজো কমিটি।

আলোক সজ্জায় প্রথম উত্তর বকচরা সার্বজনীন, দ্বিতীয় চাঁদপাড়া আনন্দ সংঘ এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে গাইঘাটা আব্দুলকাটা নেতাজী সংঘ।

মণ্ডপ সজ্জায় প্রথম চাঁদপাড়া আনন্দ সংঘ, দ্বিতীয় ঠাকুরনগর বাজার সমিতি এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে আর জি পার্টি পাঁচপোতা বাজার (সুটিয়া) পুজো কমিটি।

এছাড়া ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানায় সেরা পুজোর সন্মান লাভ করে চাঁদপাড়ার রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ জানান, আসন্ন কালীপুজোর পর ব্লকের একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একই সাথে সেরা পুজো কমিটি গুলিকে শারদ সন্মান ও দীপাবলী সন্মানে ভূষিত করা হবে।

বিক্ষোভ গ্রাহকদের প্রথমপাতার পর...

ওই দম্পতির নাম অমিত মন্ডল ও অর্পিতা অধিকারী। অভিযোগ, গ্রাহকেরা টাকা তুলতে গেলে তাদের আঙুলের ছাপ নিয়ে টাকা তুলে নিত। অথচ তাদেরকে বলতো, টাকা উঠছে না। ঘটনার পর ব্যাংকের মূল শাখা আষাঢ় এসবিআই ব্যাংকে অভিযোগ জানালে সেখান থেকে বারংবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও এই বিষয়ে আষাঢ় এসবিআই ব্যাংকের ম্যানেজার পলাশ হালদার বলেন, তদন্ত চলছে, আগামী মাসের ১৭ তারিখ থেকে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে-এ টাকা ঢোকানো হবে।

এবারে গাইঘাটায় অনুদান পেল ৩২১টি পুজো কমিটি

সংবাদদাতা : গাইঘাটা ব্লকে এবারে ৩২১ টি পুজো কমিটি সরকারি অনুমোদন লাভ করেছে। এই পূজা কমিটিগুলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঘোষণা মতো ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান পাচ্ছে। ৩২১ টি পূজা কমিটির মধ্যে ৪১ টি পুজো কমিটি এবারেই প্রথম সরকারি অনুদান লাভের জন্য মনোনীত হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ব্লকের ঢাকুরিয়া দীঘা সীমান্তের সার্বজনীন পুজোর মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালন করে শারদোৎসবের সূচনা করেন গাইঘাটা থানার ও সি রাখহরি ঘোষ। শ্রী ঘোষ জানান, এবারে এই পুজো কমিটি সরকারি

অনুদান লাভের জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান লক্ষ্মী ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য নিমাই মণ্ডল, বর্ষিয়ান গ্রামবাসী সুনীল মজুমদার (৮৯) প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সকলকে বরণ করে নেন। সরকারি অনুদান লাভ করায় পাড়ার বাসিন্দাগণের মধ্যে বেশ আনন্দ ও উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। অন্যতম উদ্যোক্তা অমল মজুমদারের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

অগ্রগামী ক্লাবে রক্ত দিলেন ৩৬ জন

নীরেশ ভৌমিক : রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়, এই আদর্শকে সামনে রেখে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ঢাকুরিয়া অগ্রগামী ক্লাবের সদস্যগণ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর শারদোৎসবের প্রাক্কালে

স্থানীয় ঢাকুরিয়া দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন কালীমন্দিরে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ক্লাব সদস্য গৌতম শর্মা মায়ের স্মৃতিতে প্রথম রক্তদান করেন। এদিন মোট ৩৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে বেশ কয়েজন মহিলাও ছিলেন।

বনগাঁর জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্ল্যাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি. পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগণ রক্ত সংগ্রহ করেন। ক্লাব সভাপতি জনার্দন চক্রবর্তী ও অন্যতম সংগঠক গৌতম চক্রবর্তী সহ সকল ক্লাব সদস্যগণের অন্তরিক উদ্যোগে এদিনের রক্তদান কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে।

জমজমাট বনগাঁর দুর্গা পুজো

প্রথমপাতার পর...

বারের মতন এ বছরও দর্শকদের মনে দাগ ফেলবে করছেন কর্মকর্তারা। এবার তাদের ৪০ বছর। পেয়াদা পাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ৩৫ তম বর্ষ, থিম - রা বাংলা বুদ্ধ পার্ক। সুভাষ নগর সেবা সমিতির ৭৪ তম বর্ষ। থিম- আলোর মন্দিরে আনন্দ ধারা। বনগাঁ গান্ধীপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ৭৭ তম বর্ষ, থিম- আদি যোগী মন্দির, বনগাঁ অভিযান সঙ্ঘ ৮০তম বর্ষ, থিম - ডোকরা শিল্প। আমলা পাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৭৬ তম বর্ষ, থিম - উত্তরাখণ্ডের কৃষ্ণ মন্দির। পশ্চিম পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ৬৬ তম বর্ষের থিম - আগমনী। বনগাঁ তালতলা অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৪৮ তম বর্ষ, থিম - হানা বাড়ি। মতিগঞ্জ ঐক্য সম্মেলনী ৫৯ তম বর্ষ, থিম- চাই না হতে উমা। মুস্তাফীপাড়া যুব গোষ্ঠী ৩৬ তম বর্ষের থিম - অপু দুর্গা শারদ উৎসব। রেটপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ৭৯ তম বর্ষ, থিম জংলি রাজার দেশে, মা এসেছে রাজার বেশে। বলাকা সমিতি পরিচালিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতৃমন্দিরের ৭৭ তম বর্ষ, থিম বিনি সুতো দেখতে চতুর্থীর রাত থেকেই মানুষের ঢল নেমেছে। বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার -এর তত্ত্বাবধানে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। মহিলাদের জন্য আলাদা হেল্প লাইন নাম্বারওছিল। সবশেষে বলতে হয়, প্রকৃতির প্রকৃতি সত্ত্বেও বনগাঁ প্রশাসনের সত্য তৎপরতায়, ক্লাব কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় জন জোয়ারে

বনগাঁর দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। বিষাদের সুরের মাঝে মানুষের একটাই প্রার্থনা, মা তুমি আবার এসো।

কার পাস'! না কী ক্ষমতার প্রদর্শন!

প্রথমপাতার পর...

জরুুরি কারণে নেওয়া 'কার পাস' লাগিয়ে কারও বাইকে তার স্ত্রী, আবার কারও বাইকে দেখা গেল তার প্রেমিকা। কেউ কেউ তো আবার 'কার পাস' নিয়ে মদ্যপ অবস্থা দাপিয়ে বেড়িয়েছে ভিড়ে ঠাসা শহর জুড়ে।

প্রসঙ্গত, দুর্গা পুজো সহ একাধিক অনুষ্ঠানে ছুটি মেলনা পুলিশ থেকে গুরু করে প্রশাসনের একাধিক কর্মীদের। সাধারণত মানুষের স্বার্থেই দিন-রাত এক করে কাজ করে যান তাঁরা। ভিড় সামলাতে বনগাঁ থানার আই সি থেকে গুরু করে মহকুমা আধিকারিকেও দেখা যায় বনগাঁর বিভিন্ন রাস্তায়। কিন্তু সেই সোশাল মিডিয়ায় হাসির খোরাক হচ্ছেন খোদ পুলিশ। সোশাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন, 'আমার পরিচিত একজন ৩৬ টা পাস ৫০০ টাকা করে বিক্রি করেছে'। আবার, এই 'কার পাস' এর কারণেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন অনেকেই। প্রশাসনের এতো পদক্ষেপের পরেও দেদার বিক্রি হচ্ছেল এই 'কার পাস'। মোট কথা, এই 'কার পাস' শুধুই কী জরুরি দরকারী? না কী ক্ষমতার অপব্যবহার!

সেবার সাহিত্যসভায় সংবর্ধিত কবি ও গায়ক প্রবীর হালদার

নারেশ ভৌমিক : জন্ম মাসে স্বনামধন্য সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি বিনয় মজুমদার ও পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হয় গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত ৭০ তম মাসিক সাহিত্য সভা। বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি স্বপন কুমার বালার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট

গোবিন্দলাল মজুমদার, পাঁচুগোপাল হাজরা, স্বপন বালার ও প্রতিমা চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবিকা বুমা দাস। দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত সমিতির এসো হাত ধরি প্রকল্পে এদিন বিভিন্ন এলেকার বেশ কয়েজন দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের হাতে নতুন পোষাক ও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত সকলেই সেবার এই সেবামূলক কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় জেলার



ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন প্রবীর সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, কবি ধীরাজ কুমার রায় ও প্রবীর কুমার হালদার প্রমুখ। সেবার সম্পাদক গোবিন্দবাবু সকলকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত সাহিত্য সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। এদিন বিশিষ্ট কবি ও সংগীত শিল্পী প্রবীর হালদারকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মেমেন্টো, মানপত্র সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান, সম্পাদক

বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও রচনা পাঠ করে শোনান। গল্প পাঠ করেন সুবিদ আলি মোল্লা, গান গেয়ে শোনান বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমীর চ্যাটার্জী, বিবর দত্ত, বিমল রঞ্জন সরকার, অমল মণ্ডল প্রমুখ। আগমনী সংগীতের সাথে ছোট্ট ঐশীর নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। প্রবীর সদস্য ধীরাজ কুমার রায়ের সূচক সংগলনায় সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত এদিনের ৭০ তম সাহিত্য সভা বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

আল্লনা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় করুণাময়ী মিশনের দুর্গোৎসব

সংবাদদাতা : বছরভর নানা প্রকার সামাজিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্ম করে থাকেন গোবরডাঙ্গা পার্শ্বস্থ গয়েশপুর করুণাময়ী মিশনের সদস্যরা। রাখীবন্ধন, বৃক্ষরোপন, শিশুবিজ্ঞান কর্মশালা, নাট্যকর্মশালা ও নাট্যোৎসব, অংকন, আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কর্মসূচীর সাথে যুক্ত থাকেন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা। মিশন পরিচালিত প্রান্তিক নাট্যতীর্থের কুশীলবগণ বছরভর নাট্যচর্চা, নাটক নির্মাণ ও নাটক পরিবেশনে যুক্ত থাকেন।

মিশনে আয়োজিত এবারের দুর্গোৎসব উপলক্ষে নানা প্রতিযোগিতা ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর দুর্গোৎসবের পঞ্চমীর দিন আয়োজিত মাটির হাড়িতে আল্লনা প্রদান প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দুর্গা পূজা ও উৎসবের সূচনা হয়। এদিন বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত প্রতিযোগী ছাত্র-যুবরা আল্লনা আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এদিনের কর্মসূচীতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অর্পূর্ব মিত্র, গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মাস সমিতির সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও প্রশিক্ষক কিশোর কুমার মল্লিক এবং প্রবীর সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ। বিশিষ্টজনেরা এলেকার



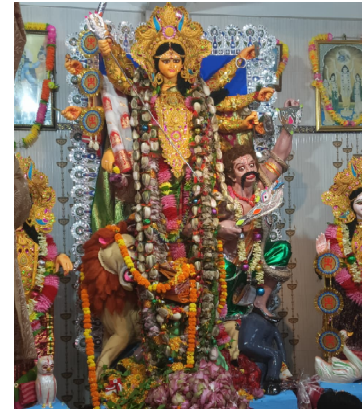
ছাত্র-যুবদের কল্যাণে গয়েশপুর এই করুণাময়ী মিশন ও প্রান্তিক নাট্যতীর্থের মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক ঢাকুরিয়া কালীবাড়ির দুর্গাপূজা ও উৎসব

সংবাদদাতা : গত ২৮ সেপ্টেম্বর মহা ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় স্থানীয় সাংসদ ও কেন্দ্রী মন্ত্রী শাস্ত্রী ঠাকুর এবং গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে শুরু হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দিরের শারদোৎসব।

উদ্যোক্তারা এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনের হাত দিয়ে এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে খাতা পেন ইত্যাদি শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন। সপ্তমীর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত উলুধবনি ও

মোমবাতি প্রজ্জ্বলন এবং মহাঅষ্টমীতে শঙ্খধ্বনি ও হাঁড়িভাঙ্গা প্রতিযোগিতায় গ্রামের মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন



প্রতিযোগিতায় সেরাদের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মহা অষ্টমীর বিশেষ পূজায় অগণিত গ্রামবাসী মহাপূজায় এবং অঞ্জলী প্রদানে অংশগ্রহণ করেন। এলেকার বিভিন্ন গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষজনের সমাগমে ও প্রতিমা দর্শনে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ির দুর্গোৎসব বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। পূজো কমিটির অন্যতম সদস্য সন্তোষ ঘোষ, গৌতম লোধ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মিঠু চক্রবর্তী, বাবুয়া রায় চৌধুরী ও বর্ষিয়ান গ্রামবাসী শান্তিময় চক্রবর্তী প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এবারের দুর্গোৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।



নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ● হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। ● পুরোনো সোনা ও রূপো খরিদ করা হয়। ● সোনা, রূপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।



আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে

বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলসম্যান ও অফিস স্টাফ চাই

আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ
(RBI অনুমোদিত)

আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে

আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে



সোনা, রূপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপুরপাট (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ,
উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

● বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটাতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934

npcjewellers@gmail.com

www.npcjewellers.com

আমাদের শোরুমের জন্য গানমান্য প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসম্মত যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি. সি. অপটিক্যাল ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপা, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা, ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়

সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল

বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি. সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

‘যাও নীলকণ্ঠ, খবর দাও তারে ফিরছে উমা কৈলাসে...’



শারদ শুভেচ্ছায় সার্বভৌম সমাচার পত্রিকা। ছবিঃ তথ্যজাল

ছোটগল্প

অবিশ্বাস

সুনিল কুমার রায়

অনাদি ও রিয়াদেবীর বাড়িতে আজ সবাই ব্যস্ত। বাড়ির বড় নাতনির আজ জন্মদিনের অনুষ্ঠান। অতিমারীর নিয়মকানুনের মধ্যেই পঞ্চাশ থেকে ষাট জন নিমন্ত্রিত। আত্মীয়রা সবাই আসতে পারছে না। ফোনে, হোয়াটস অ্যাপে আশীর্বাদ পাঠিয়েছে, পুত্র দিবাকরের অফিসের সবাই হাজির থাকতে পারছে না।

অনাদি বাবুর বংশের প্রথম নাতনি। ইচ্ছা ছিল অনেক। অনেক ইচ্ছাই বাস্তবে আনা যায় না। মেনে নিতে হয়।

অনাদি বাবু নিজেই বাজার করেছেন। অল্প কিছু লোকের আয়োজনে। নিজের হাতে নাতনির অনুষ্ঠান করার আনন্দই আলাদা।

নির্দিষ্ট সময়ে জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। রিয়াদেবীর ইচ্ছা জন্ম সময়কে মান্যতা দিয়ে সে সময়েই মূল অনুষ্ঠান করা। নাতনির সামনে বিভিন্ন খাবারের সামগ্রী, মিষ্টান্ন সব। এটা সংস্কার, আবেগ মিশ্রিত এক ধারাবাহিক প্রথা।

সাধ্য ও সীমিত আয়োজনে সবাই করে।

নাতনিকে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। মালা, নতুন জামাকাপড়, গহনা ইত্যাদিতে নাতনিকে বেশ ভালো মানিয়েছে। উপস্থিত সবাই আপ্ত।

অনাদি বাবুর একটি বিষয় চোখে

পড়ে রিয়াদেবীকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সোনামনির জন্য দুটো মাছের মাথা নিয়ে এলাম, একটি ভাজা, অপরিচিত কালিয়ার জন্য, একটা কেন।

— তাই তো!

খোঁজ শুরু হল! কী হল! রান্নার মাসি, বাড়ির বহু পুরোনো পরিচারিকাকে রিয়াদেবী ডাকলেন।

মীনা, আর একটা মাছের মাথা কোথায়? চোখ দুটি গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করলেন।

বিভিন্ন প্রকার অসংলগ্ন উক্তি, অপমান অনুষ্ঠান ঘরের বাইরে প্রতিধ্বনিত হয়ে অবিশ্বাসের জন্ম নিল।

মীনা দ্রুত অনুষ্ঠান বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। খুব গোপনে, মীনার অজান্তে মীনাকে অনুসরণ করে রিয়ার এক আত্মীয় তাদের বাড়ীতে যায়।

সেখানেও এক জন্মদিনের অনুষ্ঠান। মীনার ছেলের, মাটির মেঝেয় ছোট্ট একটি বসার আসনে মীনার ছেলে।

মীনা দ্রুত ঘরে ঢুকে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। পরিস্থিতি বোবা হয়ে যায়।

ছোট্ট শিশুটি মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, আজ আমাদের মাছ মাংস খেতে নেই কেন?

রিয়ার আত্মীয় চোখের জলে হারিয়ে যায়।

পুনঃ মুদ্রিত

ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ার পুজোয় নানা অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা : চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় এবারও মহাসমারোহে দুর্গাপূজা সম্পন্ন



হয়। সুসজ্জিত পুজো মণ্ডপে দর্শনীয় মাতৃপ্রতিমা সকলের নজর কাড়ে। পুজো

উপলক্ষ্যে মণ্ডপ সংলগ্ন আলোকজ্বল মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। নবমীর দিন মধ্যাহ্নে এলেকাবাসী সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা।

নানা অনুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ার শারদোৎসব বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে।

ছবিঃ নিজস্ব

ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের জমজমাট দুর্গোৎসব

নারেশ ভৌমিক : অন্যান্য বছরের মতো এবারও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়া- ঠাকুরনগর সড়কে ঢাকুরিয়া চৌমাথা সংলগ্ন সবুজ সংঘের দুর্গাপূজা ও উৎসব। সংঘের সদস্যগণের উদ্যোগে নির্মিত মন্দিরে দেবী দুর্গার দর্শনীয় মূর্তি সকলের নজর কাড়ে।

অষ্টমীর দিন বহু ভক্ত সমাগমে দেবীর পূজা এবং অঞ্জলী প্রদান শেষে সকলে মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হন। সন্ধ্যায় মন্দির সংলগ্ন অঙ্গনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।



সভাপতি রামশঙ্কর রায় ও সম্পাদক কমল সরকার সহ সমস্ত সদস্যগণের

সহযোগিতায় দুর্গাপূজা ও উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

ছবিঃ নিজস্ব



আয়রন গেট স্পোর্টিং ক্লাবের নিবেদন থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ মন্দির। ছবিঃ সায়েন ঘোষ

পুজো উপলক্ষ্যে গোবরডাঙ্গায় ক্রেতা সচেতনতা শিবির

সংবাদদাতা : “উচিৎ মূল্যে উচিত পণ্য, ক্রেতা সুরক্ষা সবার জন্য।”— এই আহ্বানকে সামনে রেখে বিগত বছরগুলির মতো এবারও দুর্গাপূজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে ক্রেতা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে গোবরডাঙ্গা কনজিউমার এ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যগণ।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর দুর্গাপূজোর ১ম দিন থেকে গোবরডাঙ্গা স্টেশন পার্শ্বস্থ খাঁটুরা হাইস্কুল সংলগ্ন পুজো মণ্ডপের পাশে অনুষ্ঠিত ক্রেতা সচেতনতা শিবিরে প্রতিদিন আগত সাধারণ মানুষজনের হাতে ক্রেতা সচেতনতা ও ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক প্রচারপত্র, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়। শিবিরে ঝোলানো ফ্লেক্সে ক্রেতা সচেতনতা বিষয়ক ফ্লেক্স এলেকাবাসীর নজর কাড়ে। পথ চলতি মানুষজন শিবিরে এসে খাতায় স্বাক্ষর করেন। শিবিরে উপস্থিত সংগঠনের সদস্য স্বেচ্ছাসেবকগণ কেনা কাটার ব্যাপারে সকলকে সচেতন করেন। কোন জিনিস কেনাকাটা করলে আই এস আই ও হলমার্ক ছাপ দেখে নেবার এবং অবশ্যই রশিদ বা ক্যাশ মেমো নেবার পরামর্শ দেন। কারণ সচেতন ক্রেতাই

হচ্ছেন সুরক্ষিত ক্রেতা।

নবমীর দিন শিবিরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও

ও শিক্ষিকা নিভারানী সরকারের ৭৭তম জন্মদিন। উপস্থিত সকলে কেব্ কেটে শিক্ষিকা নিভারানী দেবীর শুভ জন্মদিন



লেখক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক ও সমাজকর্মী সমীর কিশোর নন্দী সহ আরো অনেকে। কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশন এর গোবরডাঙ্গা শাখার কর্ণধার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার, সমাজকর্মী প্রণব কুমার রায় সকলকে স্বাগত জানান।

এদিন ছিল সংগঠনের প্রবীণা সদস্যা

পালন করেন। সম্পাদক প্রণব বাবু বলেন, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে অভিযোগ জানিয়ে বহু সাধারণ মানুষ সুফল পেয়েছেন। তাই তিনি সকলকে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। পুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই শিবির এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

ছবিঃ নিরেশ ভৌমিক



গাইঘাটা থানার উদ্যোগে বস্ত্রদান। ছবিঃ নীরেশ ভৌমিক

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের

জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING

UNICORN

Mob.:9734300733



অভিযান সংঘের পূজা মন্ডপ।



গান্ধীপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পূজা মন্ডপ।



৬৭ তম বর্ষে উদয়ন সংঘের নিবেদন স্বর্ণচিত্রে সত্যজিৎ।



৬২ তম বর্ষে শক্তিগড় মিলন সংঘের নিবেদন উপকরণে মহিমা।



৭৭ তম বর্ষে প্রফুল্লনগর সংস্কৃতিক চক্রের নিবেদন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা।

পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বানভাসিদের পূজো পরিক্রমা

নীরেশ ভৌমিকঃ ব্লকের সুটিয়া, রামনগর ইত্যাদি এলেকার বন্যা দুর্গত মানুষজনের হাতে পূজো উপলক্ষে নতুন বস্ত্র ও পোষাক তুলে দেবার পর ওই সব এলেকার অসহায় মানুষজনকে দুর্গা প্রতিমা দেখানোর ব্যবস্থা করে গাইঘাটা থানার পুলিশ প্রশাসন।

গাইঘাটা থানার কর্মদ্যোগী ও সি রাখহরি ঘোষের উদ্যোগে থানা এলেকার বন্যা দুর্গত কয়েজনকে ৩০ সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর পূণ্য দিনে বাসে করে দুর্গাপ্রতিমা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। গাইঘাটা, চাঁদপাড়া হয়ে মহাকুমা শহর বনগাঁর উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় প্রতিমা ও পূজা মণ্ডলগুলি সকলকে ঘুরিয়ে দেখান গাইঘাটা থানার পুলিশকর্মীগণ। দর্শনাধীগণের মধ্যে মহিলা ও শিশু ছাড়াও দু-একজন প্রতিবন্ধীও ছিলেন। থানার পুলিশকর্মীগণ সকলকে যত্ন সহকারে প্রতিমা ও মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখান। প্রতিমা দেখার পাশাপাশি সকলের জন্য ছিল টিফিনের ব্যবস্থাও। পুলিশ কর্মীদের আন্তরিক উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় একদিনে অনেকগুলো প্রতিমা ও সুসজ্জিত পূজো মণ্ডপ দেখে অতিশয় খুশি থানা এলেকার বন্যা দুর্গত অসহায় মানুষজন। পূজা পরিক্রমায় যাওয়া ব্যক্তিগণ সহ এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন গাইঘাটা থানার ওসি সহ পুলিশ কর্মীদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

মণ্ডলপাড়ায় নবনির্মিত মন্দিরে ৭৪ তম বর্ষের দুর্গোৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ চতুর্থীতে শুদ্ধিকরণ ও আবাহনে বহু বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এর মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় মণ্ডলপাড়া বাজার কমিটি আয়োজিত ৭৪ তম বর্ষের সার্বজনীন দুর্গাপূজা ও উৎসবের। মহা অষ্টমীতে সহস্রাধিক গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে মহাপূজো সম্পন্ন হয়। পূজো কমিটির সভাপতি শিক্ষক মধুসূদন সিংহ জানান, পূজো উপলক্ষে ধুনি নৃত্য সহ উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, মোমবাতি প্রোজেক্টর ও আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সফল প্রতিযোগীদের আকর্ষণীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। প্রতিদিন অগনিত ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পূজো ও উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।



১২'র পল্লী স্পোর্টিং ক্লাবের নিবেদন ময়ূর মহল।



সোনালী স্পোর্টিং ক্লাব এর পরিচালনায় পুরুলিয়ার ছৌ নাচ।



২নম্বর রেলগেট যুবগোষ্ঠী পরিচালিত জীবন্ত মডেল দ্বারা ভিরানা ২।



প্রায় এক কুইন্টাল খবরের কাগজ দিয়ে বানানো উজ্জ্বল সংঘের পূজা মন্ডপ।



পেয়াদাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের নিবেদন রাবাংলা।

বনগাঁ থেকে ছবিগুলি তুলেছেন সায়েন ঘোষ